DEC. 1 8 2000 ~~DEC. 1 6 2000~~ DEC. 1 8 2000

পত্রিকা .... পৃষ্ঠা ১-২ কলাম ৪......

বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা নতুন বই পাবে না

রফিকুল ইসলাম রতন

নতুন বছরের শুরুতে প্রাইমারি ও হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবারও নতুন বই হাতে পাবে না। টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সমিতির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শিকার হচ্ছে এই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতি নেতৃবৃন্দ নানা অভিযোগ করছেন বোর্ড ও বেক্সিমকোর বিরুদ্ধে। বোর্ড কর্তৃপক্ষও পাল্টা অভিযোগ করছেন তাদের বিরুদ্ধে। পরস্পরবিরোধী অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হলেও বিরোধের কোন সমাধান হচ্ছে না। বরং অনিশ্চয়তাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাইমারি ও হাইস্কুলের সব বই ছাপার এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপের ৩টি প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সমুদয় কাজ শেষ করার জন্য নির্ধারিত তারিখ ৩০ নভেম্বর ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। কাজ শেষ করার দ্বিতীয় পর্যায়ের তারিখ ১৫ ডিসেম্বরও শেষ হতে চলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মোট কাজের ২৭ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। প্রাইমারি ও হাইস্কুল পর্যায়ে মোট ৮ কোটি ১২ লাখ বই ছাপাতে হবে। এর মধ্যে মাত্র ২৭ ভাগ আজ পর্যন্ত শেষ হলে পুরো কাজ আগামী জানুয়ারি মাসেও হবে না বলে অনেকে ধারণা করছেন। কারণ বই ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় ৫ হাজার টন ৪৮ গ্রামের নিউজপ্রিন্ট প্রয়োজন। এ পর্যন্ত সাড়ে ৩

বছর : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

বছর : নতুন বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাজার টন কাগজও হাতে এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রেসে যথাসময়ে সব বইয়ের পজেটিভ সরবরাহ করতে পারেনি। কিছু কিছু পজেটিভে অসংখ্য ভুল থাকায় সেগুলো আবার নতুন করে সংশোধন করে দেয়া হচ্ছে। সামনে ঈদের লম্বা ছুটি। সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে নতুন বছরের প্রথম মাসেও ছাত্রছাত্রীরা যে বই পাবে না তা প্রায় নিশ্চিত। তবে সব বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি-প্রেস লিমিটেড ও শুকতারার পক্ষে ইকবাল আহমেদ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকেই সব বই ছাপার কাজ শেষ হবে। টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষও আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন বছরের শুরুতেই সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বই পেয়ে যাবে। তবে কি করে এ আশা করছে সে সম্পর্কে কোন পক্ষই যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০০১ সালে প্রাইমারি স্তরের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ৫ কোটি ৫২ লাখ নতুন বই মুদ্রণের জন্য গত ১১ জুলাই দরপত্র আহ্বান করা হয়। ৭৪১টি দরপত্র পাওয়া গেলেও পুস্তকা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ কাজে সর্বনিম্ন দর প্রদান করে। তারা প্রতি ফর্মা ৫৪ টাকা দর দিলেও ৩০২টি প্রেস ৭৭ টাকা ফর্মা দর দাখিল করে। কিন্তু প্রথমে পুস্তকা বিজ্ঞপ্তির শর্ত পূরণ করতে না পারায় এবং দ্বিতীয় দরদাতা সবাই একই হওয়ায় দরপত্রটি বাতিল করে প্রায় ২ মাস পর ৬ সেপ্টেম্বর পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়। এ সময় মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নিলেও মুদ্রণ শিল্প সমিতির সদস্যরা এতে অংশ নেয়নি। পরে ফ্রি-প্রেস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানটি ৪৭ টাকা ফর্মা দরে সর্বনিম্ন হওয়ায় তাকে ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপার জন্য ১২ অক্টোবর কার্যাদেশ দেয়া হয়। অবশিষ্ট এক কোটি ৫৫ লাখ পুস্তক ছাপার জন্য ২৯ অক্টোবর দরপত্র প্রকাশ করা হলে ১০৫টি প্রেস অংশ নেয়। অন্যদিকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক পর্যায়ের ২ কোটি ৫০ লাখ কপি ছাপার জন্য বেক্সিমকোর অপর প্রতিষ্ঠান পুস্তকাকে ২৬ অক্টোবর কার্যাদেশ দেয়া হয়। ৩০ নভেম্বর ছিল সমুদয় বই ছেপে জমা দেয়ার শেষ তারিখ। কিন্তু কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দিলেও বোর্ড সভা করে তাদের সময় বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি জানায়, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বোর্ড একতরফাভাবে পুস্তকাকে সব কাজ দেয়। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কোন বৈধ প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি টাকার কাজ দেয়ার কথা থাকলেও বোর্ড পুস্তকাকে ৭৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার কাজ দেয়। সমিতির ২৭৫টি দরদাতা সদস্য কাজ করার জন্য বৈধ হলেও বোর্ড তাদের কাজ না দিয়ে পুস্তকাকে একতরফাভাবে কাজ দেয়। বেক্সিমকোর ৩টি প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। গত ১৫ বছর ধরে সমিতির সদস্যরা সুনামের সঙ্গে বোর্ডের বই ছেপে এলেও এবার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে সব কাজ দেয়া হয়েছে। বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তার প্রেসে কাজ দিতে ব্যর্থ হয়েই তারা সবাইকে বঞ্চিত করেছে বলে সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য (পাঠ্যবই) অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম গতকাল যুগান্তরকে জানান, আমরা আশা করছি জানুয়ারির প্রথম দিকেই বই ছাপার কাজ শেষ হবে। এখন কাগজ সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওরা বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট কাগজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বোর্ডের কাছে সিকিউরিটি পেপার মজুত রয়েছে। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বই সরবরাহের কথা থাকলেও হয়তো তারা পারবে না। সামনে ঈদ। সমস্যা তো কিছু [illegible] তিনি বলেন মুদ্রণ শিল্প সমিতির সবাই জোট বেঁধে বেশি দর দিয়ে কাজ করতে চাওয়ায় তাদের দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হয়নি। পুস্তকা, ফ্রি-প্রেস ও শুকতারার কর্ণধার ইকবাল আহমেদ যুগান্তরকে জানান, কোরিয়া থেকে সাড়ে ৩ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট আমদানি করা হয়েছে। কাগজ চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে। বাকি কাগজ চীন ও মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে। আশা করছি ঈদের পরই সব কাজ শেষ হবে। আমরা মুদ্রণ শিল্প সমিতির সদস্যদের চেয়ে ৩৬ কোটি টাকা কম দরে কাজ করছি। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন জেলায় নতুন বই সরবরাহ করতে শুরু করেছি। তাছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বছরই মার্চ-এপ্রিল মাসের আগে নতুন বই সরবরাহ শেষ হয় না। আমাদের কাজ এর আগেই শেষ হবে। এখন স্কুল বন্ধ। ৪ জানুয়ারি স্কুল খুলবে। তখন ছাত্রছাত্রীরা বই পেয়ে যাবে।